প্রথম আলো

তারিখ ... 19 MAY 2009

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন

মহানগর-পৌরসভায় ৪০ গ্রামে ২০ শতাংশ নারী শিক্ষক নিতে হবে

শরিফুজ্জামান ●

দেশের মহানগর ও পৌর এলাকার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৪০ শতাংশ নারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর মফস্বলে ২০ শতাংশ নারী শিক্ষক নিতে হবে। তবে মহানগর ও পৌর এলাকার বাইরে হাওর-বাঁওড়, পার্বত্যসহ অনগ্রসর অঞ্চলে নারী শিক্ষক না পাওয়া গেলে শর্তসাপেক্ষে পুরুষ শিক্ষক নেওয়া যাবে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই নীতিমালা লঙ্ঘন করলে নতুন স্থাপিত কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাঠদানের

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

মহানগর-পৌরসভায় ৪০ গ্রামে ২০ শতাংশ নারী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক অনুমতি পাবে না। এ ছাড়া স্বীকৃতি পাওয়া বা অধিভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই নীতি অনুসরণ না করলে বেতনের সরকারি অংশ পাওয়া বা এমপিওভুক্তি থেকে বাদ পড়বে। আর এমপিওভুক্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই নীতি লঙ্ঘন করলে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষককে বেতনের সরকারি অংশ দেওয়া হবে না।

জানা যায়, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ নারী শিক্ষক নেওয়া বাধ্যতামূলক। দেশে এ ধরনের নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকসহ মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৩ হাজার ৫৪৫। এর মধ্যে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২৬ হাজার ৩৬০টি।

সম্প্রতি বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষক না পাওয়ায় শিক্ষকসংকট সৃষ্টি হয়েছে। পদ শূন্য থাকলেও নীতিমালার কারণে পুরুষ শিক্ষক নেওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে মাদ্রাসায় নারী শিক্ষক পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি হাওর-বাঁওড়সহ দেশের পিছিয়ে পড়া জনপদে ন্যূনতম যোগ্যতা পূরণ করা প্রয়োজনীয়সংখ্যক নারী শিক্ষক পাওয়া যায় না। মাঝেমধ্যে বিশেষ বিবেচনায় বা আইনের ফাঁকফোকর গলে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা না থাকায় শিক্ষার একেক কর্তৃপক্ষ বিষয়টি একেকভাবে ব্যাখ্যা করছে এবং বিষয়টি নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হয়রানির মধ্যে পড়ছে।

জানা যায়, ১৪ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নারী শিক্ষক নিয়োগসংক্রান্ত এই প্রজ্ঞাপন জারি করে। জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) মোয়াজ্জেম উদ্দীন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, অঞ্চলভেদে নারী শিক্ষকপ্রার্থীর অপ্রতুলতা বিবেচনা করে শিক্ষাব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখার জন্য এ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মহানগর ও পৌর এলাকায় অবশ্যই ৪০ শতাংশ নারী শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। এই শর্তে কোনো রকম নড়চড় করা যাবে না। মহানগর ও পৌর এলাকার বাইরে দেশের যেকোনো এলাকার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০ শতাংশ নারী শিক্ষক থাকতে হবে। তবে ২০ শতাংশ না পাওয়া গেলে দুবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। প্রথমবারের বিজ্ঞপ্তিতে শুধু নারী প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করে সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে, 'পুরুষ প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।' এরপর প্রার্থী পাওয়া না গেলে দ্বিতীয়বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। তাতেও নারী প্রার্থী না পাওয়া গেলে তৃতীয়বার উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পুরুষ প্রার্থী নিয়োগ দেওয়া যাবে। এসব বিজ্ঞাপন বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় ও একটি স্থানীয় দৈনিকে প্রকাশ করতে হবে।